Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 417 - 425
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভারত মহাসাগরে নৌবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে দেশীয় বণিক সম্প্রদায় (১৬০০-১৮০০)

অভিজিৎ মান্না
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ড: গৌরমোহন রায় কলেজ, পূর্ব বর্ধমান
Email ID: abhijitbeng2016@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Indian Ocean, Maritime Trade, European Merchant, Indigenous Merchant, Peddler Theory, Portuguese, Dutch, British.

Abstract

In the discourse of Indian maritime trade history, particular attention is often directed towards the Indian Oceanic aspect of maritime trade history. Through the Vasco da Gama route, the Portuguese surpassed interregional boundaries between Europe and Asia, directly establishing connections between the markets of India and Europe. Consequently, India became integrated into the global economic framework. The history of this commercial connection between Europe and India has been extensively discussed. Historians such as W.H. Moreland, Ashin Das Gupta, M.N. Pearson, L.F. Thomaz, Irfan Habib, Sanjay Subrahmanyam, Lakshmi Subramaniam, Sushil Chaudhury, and Thirthankar Roy have deliberated upon the history of Indian Oceanic maritime trade. However, some historians have approached the discussion of this trade history with a Eurocentric perspective, while others have analyzed it from an Asian or specifically Indian viewpoint. As a result, two main objectives have been identified in the discourse of Indian Oceanic maritime trade history (1600-1800):

a. European merchants established dominance in Indian Oceanic maritime trade, and

b. European merchants marginalized indigenous merchant communities in India by overshadowing their operations.

This essay primarily focuses on the comparative analysis of the representation of indigenous merchants vis-à-vis European merchants in the discourse of Indian Oceanic maritime trade history during the period from 1600 to 1800. Several historians have demonstrated that indigenous merchants accounted for a significantly larger portion of trade than their European counterparts in Indian Oceanic maritime trade history. The essay also attempts to highlight the chapter of indigenous merchants in the maritime trade history.

Discussion

নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় উত্তরে হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট একাধিক নদী ভারতীয় ভূ-ভাগকে সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। তবে এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় মরশুমি নদীগুলির গুরুত্বও অপরিসীম। ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে যে বিস্তৃত নদীপথ রয়েছে তা একদিকে যেমন কৃষির বিকাশে সহযোগিতা করেছে অন্যদিকে তেমনি দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও বিশেষ সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে ভারত ভূ-খণ্ডের তিনদিকে যে বিস্তৃত প্রায় ৭৫১৭ কিলোমিটার উপকূলভাগ রয়েছে তা ভারতীয় নৌবাণিজ্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই বিস্তৃত উপকূলভাগকে তিনটি অঞ্চলে বিভাজিত করা যেতে পারে–

পশ্চিম উপকূল - গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া।
দক্ষিণ উপকূল - চেন্নাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, কলিঙ্গ।
পূর্ব উপকূল - তাম্রলিপ্ত, কলকাতা, সপ্তগ্রাম।

এই আলোচনায় ভারতীয় নৌবাণিজ্যের বহির্দেশীয় বাণিজ্য, মূলত ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যই আলোচিত হবে। আলোচনার সময়কাল হিসাবে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তার অন্যতম কারণ ষোড়শ শতকের প্রথমদিক থেকেই আমরা উপসাগরীয় বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি এবং আলোচনার সময়কাল অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণ, উক্ত সময়কালে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিস্তার লক্ষিত হয়।

ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস করেন ডব্লু. এইচ. মোরল্যান্ড, যাকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ বলা চলে। কিন্তু মোরল্যান্ডের বাণিজ্য ইতিহাস রচনা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইউরোপকেন্দ্রিক।[১] তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার রচিত ইতিহাসে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য, ইতিহাসের সমস্ত পরিসরটাই দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু মহাসাগরীয় বাণিজ্যের নথি থেকে প্রমাণিত ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক সময়কালে ইউরোপীয় (পোর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ) বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য অপেক্ষা দেশীয় বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে দেশীয় বাণিজ্যের গৌরবময় অধ্যায়ের দিকে আমাদের প্রথম দৃষ্টি ফেরান ইতিহাসবিদ অশীন দাশগুপ্ত।[২] এমনকি পরবর্তীকালে আমরা একাধিক ইতিহাসবিদকে পেয়েছি যারা অশীন দাশগুপ্তের মত কে সমর্থন করেছেন – এম. এন. পিয়ারসন, এল. এফ. থোমাজ, ইরফান হাবিব, ওমপ্রকাশ, সঞ্জয় সুব্রমানিয়ম, লক্ষ্মী সুব্রমানিয়ম, সুশীল চৌধুরী, তীর্থঙ্কর রায় প্রমুখ। আলোচনায় তাই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য চিত্রে দেশীয় প্রতিনিধিত্বের ছবিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

সমগ্র আলোচনাকে দুইটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে –

ক. ষোড়শ শতকে পোর্তুগিজদের আবির্ভাব ও ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যচিত্র।

খ. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে ভারতীয় নৌবাণিজ্যের বদলে যাওয়া প্রেক্ষিত।

ষোড়শ শতকে পোর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার[৩] ইউরোপ থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার ইউরো-এশিয়ান বাণিজ্যে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতের বাণিজ্য ইউরোপের বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হল এবং ইউরোপের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের ফলে ভারত বিশ্ববাণিজ্যের ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরে।[৪] তবে সে সময় ইউরোপ আর্থিক দিক থেকে ততটা স্বাবলম্বী ছিল না, কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের পর বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায় রুপোর খনির সন্ধান পাওয়ায় ইউরোপ সমৃদ্ধ হতে থাকলো এবং তারা এই রুপোকে ভারতীয় বাণিজ্যে কাজে লাগিয়েছিল।[৫] ষোড়শ শতকে পোর্তুগিজ বণিকরা ভারত মহাসাগরে বেশক'টি জলপথের সন্ধান পেয়েছিল। ভারত মহাসাগরে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দরগুলিতে এবং গুজরাট বা মালাবার উপকূল হয়ে এডেন থেকে মালাক্কা পর্যন্ত সমুদ্রপথ তারা বাণিজ্যে ব্যবহার করত। পোর্তুগিজরা এই বাণিজ্যে ভারত থেকে কাপড়, নীল, মাদকদ্রব্য, কাঁচারেশম, খাদ্যসামগ্রী, সুতো এবং বিশেষত মশলাপাতি রপ্তানি করতো এবং আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল গরমকাপড়, রেশমি বস্ত্র এবং বিশেষ ভাবে সোনা-রুপা। ইউরোপে

মশলাপাতির প্রায় সমস্তটাই রপ্তানি হত ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে। গোলমরিচ আসতো মালাবার থেকে, শ্রীলংকা থেকে দারুচিনি, পূর্ব ইন্দোনেশিয়া থেকে গোলমরিচ, জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ এবং চিনের সিল্ক ও বাসনপত্র ইউরোপের বাজারকে দখল করে নিয়েছিল। ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে পৌঁছানোর পরে তিউনিসিয়ার বণিকদের জিজ্ঞাসায় উত্তর দেন, তিনি ভারতীয়দের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য এবং মশলাপাতির খোঁজে ভারতে এসেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়াল আই-এর (Manuel I)[৬] জেরুজালেম দখলের স্বপ্ন ভাস্কো-দা-গামাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৭] ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে পোর্তুগিজদের মূল লক্ষ্য ছিল–

১. ইউরোপে মসলার রপ্তানি বাণিজ্যকে করায়ত্ত করা এবং

২. বলপ্রয়োগ করে এশীয়দের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা ও শুল্ক আদায়।

পোর্তুগিজরা তাদের বাণিজ্যিক কর্তৃত্বকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতবর্ষে সরকারি ভাবে ‘এসটাডো-দা-ইন্ডিয়া’ (Estado-da-India)[৮] প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৫০৫ সালে ফ্রান্সিসকো-দা-আলমেইডাকে (Francisco d’ Almeida)[৯] প্রথম ভাইসরয় করে পাঠায়। যার মূল লক্ষ্য ছিল দুর্গনির্মাণ এবং ভারত মহাসাগরে স্থায়ী ভাবে যুদ্ধ-জাহাজ রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে নৌবাণিজ্যকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যে কাজ সম্পন্ন করেন আফনসো-দা-আলবুকার্ক (Afonso-da-Albuquerque)[১০] এবং ভাস্কো-দা-গামা।

পোর্তুগিজরা তাদের বাণিজ্যকে ছড়িয়ে দিতে ১৫০২ সালে কালিকট আক্রমণ করে, কিন্তু সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে না পেরে ১৫০৩ সালে মালাবার উপকূলের কোচিনে তাদের প্রথম দুর্গ নির্মাণ করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে ১৫১০ সালে আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করলে ভারত মহাসাগর পোর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৫১১ সালে তারা মালাক্কা ও হরমুজ দখল করতে সমর্থ হয়। ১৫১৮ সালে কলম্বো, ১৫৩৩ এ দিউ, ১৫৩৬ সালে বেসিন দখল সমগ্র গুজরাট অঞ্চলের বাণিজ্যকে পোর্তুগিজদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে তারা দমন, পূর্ব আফ্রিকা, মলুক্কাস, কোঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে দুর্গ নির্মাণ করে, যেখানে একশোটির মতো যুদ্ধজাহাজ রাখা যেত।[১১] পোর্তুগিজদের সমুদ্রবাণিজ্য চলতো রাজধানী লিসবন থেকে ‘কাসা-দা-ইন্ডিয়া’ (Casa-da-India)[১২] নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যার ভারতীয় শাখা ছিল ‘এসটাডো-দা-ইন্ডিয়া’।

ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে পোর্তুগিজরা ইউরোপে মশলার বাণিজ্যকে কুক্ষিগত করতে পেরেছিল, ঐতিহাসিক তথ্যে তা প্রমাণিত। ষোড়শ শতকে ভারত থেকে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়েছিল তার পঁচানব্বই ভাগ ছিল গোলমরিচ এবং রপ্তানি মূল্যের দিক থেকে তার শতকরা পরিমাণ পঁচাশি ভাগ। এমনকি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত বন্দরগুলিতে তারা নিজেদের অধিকার কায়েম করতে পেরেছিল। ভারত মহাসাগরে এশীয় তথা ভারতীয় সওদাগরদের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক আদায়েও তারা সমর্থ হয়। সর্বোপরি এশিয়ায় পোর্তুগিজরা ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল।[১৩] ভারতীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে তারা কার্তাজ, আর্মাডা ও কাফিলার সাহায্য নিয়েছিল। কার্তাজ হল সমুদ্র বাণিজ্যের ছাড়পত্র। এই ছাড়পত্র প্রত্যেকটি এশীয় জাহাজকে নিতে হত, না হলে সেই জাহাজ পোর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। এই কার্তাজে জাহাজের নাম, মালিকের নাম, বহনক্ষমতা, গন্তব্যস্থল এবং কি কি পণ্য পরিবাহিত হচ্ছে তারও উল্লেখ থাকতো। এমনকি কার্তাজ নেওয়া জাহাজগুলি নির্দিষ্ট কয়েকটি বন্দরেই বাণিজ্য করতে পারতো। কার্তাজ ব্যবস্থায় নজরদারির জন্য তারা ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাফেলা বা রণতরীর মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থাও করেছিল। কাফেলা, ব্যবসায়ী জাহাজগুলিকে জলদস্যুদের হাত থেকেও রক্ষা করত। ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কাফেলা ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। আর্মাডা বা নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে পোর্তুগিজদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে ভারতীয় মশলার বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছিল। তবে সমুদ্রবাণিজ্যে পোর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণ সত্বেও গুজরাটি জাহাজগুলি কার্তাজ কিনলেও তার নিয়ম মেনে চলত না। ভারত মহাসাগরে দহলদারি জাহাজের নজর এড়িয়ে দেশীয় বণিকরা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে অশীন দাশগুপ্ত বলেছেন-

> “এরা সুমাত্রা থেকে লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত গোলমরিচের ব্যবসা নতুন করে শুরু করে। পোর্তুগিজরা এই ব্যবসা কোনদিনই বন্ধ করতে পারেনি। অবশ্য এই পর্যায়ে পোর্তুগিজ বাণিজ্য ভারতীয় বাণিজ্যের সঙ্গে একযোগেই কাজ করেছিল। সেটা অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যবসা। রাজার কর্মচারী বা গৃহস্থ পোর্তুগিজ সবাই ব্যবসায় লিপ্ত ছিল।”[১৪]

অন্যদিকে পোর্তুগিজরা ঘোড়ার ব্যবসাকেও কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছিল। তারা এজন্য নিয়ম করে, আরব ও পারস্যদেশ থেকে যারা অন্তত দশটা ঘোড়া গোয়ায় আমদানি করবে তাদের জাহাজের অন্য পণ্যের জন্য কোন শুল্ক দিতে হবে না। গোয়ায় ঘোড়ার ব্যবসা করে পোর্তুগিজরা প্রচুর মুনাফা করেছিল– ১৫১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে যার পরিমাণ ৫০০০ ক্রুজাডোস তা ১৫২৩ এ ১৮০০০ এবং এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে সেই মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫০০০ ক্রুজাডোস।[১৫]

ষোড়শ শতকে পোর্তুগিজরা সমুদ্রবাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করলেও দেশীয় বণিকরা কিন্তু পিছিয়ে ছিল না। ভারত মহাসাগরে পোর্তুগিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে চিনা বণিকরা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তারা ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরবর্তীকালে চিনারা তাদের একাধিপত্য হারিয়েছিল যার সুযোগ নেয় গুজরাটি ব্যবসায়ীরা। ফলে পঞ্চদশ শতক থেকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে তাদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ভারতীয়দের বাণিজ্য বিস্তারে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত কিছুটা সহযোগিতা করেছিল। এই সময় মোঘল, পারসিক এবং অটোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে সমুদ্র বাণিজ্যের সঙ্গে উপকূলবর্তী পশ্চাৎভূমির যোগসূত্র বেড়ে যায়। ফলত মুসলিম বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ শতকের শুরুতে গুজরাটি বণিকদের বাণিজ্য ভারত মহাসাগরের পূর্বে মালাক্কা এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়তে থাকে। মাইকেল পিয়ারসন তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ষোড়শ শতকে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য কাঠামোয় খুব বেশি পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি পোর্তুগিজরা। তাই করমণ্ডল উপকূলে চেট্টিয়ার ব্যবসায়ীরা, এমনকি মালাবার উপকূলেও পোর্তুগিজদের এড়িয়ে ভারতীয় সওদাগররা ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিল। তবে কয়েকটি বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস (কানাড়ার ভাটকাল, মালাবার অঞ্চলের ক্যানানোর) এবং নতুন কিছু বন্দরের উদ্ভব (মসুলিপট্টনম, হুগলি) পোর্তুগিজদের অবদান ছিল।

ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে মোরল্যান্ড যেভাবে পোর্তুগিজদের একাধিপত্যের কথা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে কে. এম. পানিক্কর এর মত ইতিহাসবিদ যাকে সমর্থন করেছেন, সেই মত বর্তমান ইতিহাসবিদরা মেনে নেননি। ডাচ ইতিহাসবিদ জে. সি. ফান. ল্যর দেখিয়েছেন ষোড়শ শতকে যখন পোর্তুগিজদের একাধিপত্য তখনও এশীয় বণিকরা নিজেদের প্রাধান্যকে বজায় রাখতে পেরেছিল। এমনকি তিনি দেখিয়েছেন পোর্তুগিজরা মশলা বিশেষত গোলমরিচের ব্যবসাও তেমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ডেনিস ইতিহাসবিদ নীলস্ স্টিনসগার্ড ও উক্ত বক্তব্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সি. আর. বক্সারের তথ্য থেকে জানা যায় ষোড়শ শতকে পোর্তুগিজরা লিসবনে যে পরিমাণ গোলমরিচ রপ্তানি করতো তার বহুগুণ বেশি গোলমরিচ রপ্তানি করেছে দেশীয় গুজরাটি বণিকরা লোহিতসাগর অঞ্চলে। এমনকি লবঙ্গ, অন্যান্য মশলা রপ্তানিতে ইউরোপে মোট রপ্তানির তুলনায় পোর্তুগিজদের রপ্তানির পরিমাণ ছিল খুবই সীমিত। তাই ষোড়শ শতকে সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় সওদাগরদের প্রাধান্য নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এর কিছু কারণ ছিল-

১. ভারতীয় জাহাজের পণ্য পরিবহণের মাসুল ইউরোপীয় জাহাজের অর্ধেক ছিল এবং ভারতীয়রা দেশী জাহাজে মাল পাঠাতে বেশি আগ্রহী ছিল।

২. ভারতীয় বণিকরা একই জাহাজে সমস্ত মাল পাঠাতো না, ফলে ব্যবসায় তাদের ঝুঁকি কম ছিল।

৩. ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের থেকে মিতব্যয়ী এবং তারা খুব কম লাভেই সন্তুষ্ট থাকত ও বাজারের হালহকিকত তাদের নখদর্পণে ছিল।

৪. বাংলার বণিকরা দেশীয় রাজা বা শাসনকর্তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই বাণিজ্য করত। উদাহরণ হিসাবে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার বাংলার বণিকরাজা, জগৎ শেঠ পরিবারের উত্থান কিংবা আর্মানি বণিক খোজা ওয়াজিদ ও উমিচাঁদের উত্থানে বাংলার নবাবের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে স্বীকার করতেই হয়।[১৬] তাই বলা যায় ষোড়শ শতকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে পোর্তুগিজ বণিকদের থেকে চিন, জাপান, শ্যামদেশ, জাভা এবং ভারতবর্ষের করমণ্ডল, গুজরাট, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলের বণিকরা অনেকগুণ এগিয়ে ছিল।

ফান. ল্যর, নীলস্ স্টিনসগার্ড এশীয় বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন– "it was a small scale peddling trade, a trade in valuable high-quality products." অর্থাৎ এশীয় বাণিজ্যের মূলস্তম্ভ ছিল স্বল্পবৃত্তের ফেরিওয়ালা জাতীয় খুচরো ব্যবসায়ীদের ব্যবসা।[১৭] ফলে আর্মানি, তুর্কি, পারসিক, ভারতীয়দের মধ্যে কোনও

মেডিসি, ফুগার, ক্র্যানফিল্ড বা ট্রিপের উদ্ভব হয়নি।[১৮] এই মতের বিরুদ্ধে সেবু ডেভিড আসলানিয়ান দেখিয়েছেন নিউ জুলকায় আর্মানি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শাহমিরিয়ান, খাজা মিনাসিয়ান ও অন্যান্য কয়েকটি পরিবারের ব্যবসায় মূলধন ইউরোপীয় বড় বণিকদের থেকে বেশিই ছিল। অশীন দাশগুপ্ত 'মালাবার ইন এশিয়ান ট্রেড' গ্রন্থে দেখিয়েছেন–

> "Ashin singling out large merchants who 'dominated' local markets. obviously such men were no pedlars. In a chapter devoted to 'the medieval merchant', 'he considered also the size of capitals of individual merchants trading in Malabar. Haji Yusuf could rake up loans of up to RS. 6000000, even, in 'the days of his carsing fortunes', through the amount was still muchless than Mulla Abdul ghafur of Surat, dying in 1718 left behind : a fortune worth RS. 8500000."[১৯]

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে পোর্তুগিজদের হটিয়ে বাণিজ্যের দখল নিল ডাচ ও ইংরেজ কোম্পানিগুলি। পোর্তুগিজরা এশিয়া থেকে মশলার বাণিজ্য করে বিপুল মুনাফা করেছিল যা শতকরা এক হাজার ভাগেরও বেশি ছিল। ফলে ডাচ ও ইংরেজ কোম্পানিগুলিও ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ১৬০২ সালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা এশীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রথম দিকে পূর্ব ভারতের মশলা দ্বীপগুলি যেমন - জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, মালাক্কা থেকে সরাসরি ইউরোপে মশলাপাতি রপ্তানি হত।[২০] কোম্পানিগুলি সোনা-রুপার বিনিময়ে এই বাণিজ্য করতে গিয়ে দেখলো মশলা দ্বীপগুলিতে সোনা-রুপার বদলে মোটা ও সস্তা কাপড়ের চাহিদা বেশি। তাই কোম্পানিগুলি ত্রিমুখী বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করল। প্রথমে ভারতে সোনা-রুপার বিনিময়ে মোটা ও সস্তা কাপড় কিনে তা মশলাদ্বীপে বিক্রি করা এবং তার বিনিময়ে সেখান থেকে মশলাপাতি ইউরোপে পাঠাতে লাগল। প্রথমে ভারতের করমণ্ডল উপকূল থেকে কোম্পানিগুলি কাপড় সংগ্রহ করলেও সেখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতা তাদের বাণিজ্যের অভিমুখকে বাংলার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বাংলা তখন সস্তা ও মোটা কাপড়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং এখানে সস্তায় উৎকৃষ্ট কাঁচারেশমও পাওয়া যেত যা পরবর্তীকালে পারস্য ও চিন দেশের রেশমের বিকল্প চাহিদা মিটিয়েছিল। অন্যদিকে বাংলায় তখন উৎকৃষ্ট মানের সোরা পাওয়া যেত যা ইউরোপে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হত। এমনকি এই সোরা সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের তলদেশে রাখা হত জাহাজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য।[২১]

১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানিগুলি বাংলায় ব্যবসা করতে থাকে। তবে ১৬৮০ সাল নাগাদ কোম্পানিগুলির ত্রিমুখী বাণিজ্য পুনরায় দ্বিমুখী বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তিত হয়, ফলে বাংলার সঙ্গে সরাসরি ইউরোপের বাণিজ্য চলতে থাকে যা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছিল। এখন কিছু তথ্যের মাধ্যমে ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের ইউরোপ ও এশিয়ায় বাণিজ্যিক প্রভাবকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে —

ডাচ ও ইংরেজদের চার বছরের মোট ও গড় বস্ত্র রপ্তানি[২২]
১৭১০/১১ – ১৭১৭/১৮

	ডাচ		ইংরেজ	
১৭১০/ ১৭১১-১৭১৩/১৭১৪	মোট সংখ্যা ৭৪৫,৯৯৫	গড় সংখ্যা ১৮৬,৪৯৭	মোট সংখ্যা ১০৫৬,৫৮৭	গড় সংখ্যা ২৬৪,১৪৭
১৭১৪/ ১৭১৫-১৭১৭/১৭১৮	৯২৫,২৫৪	২৩১,৩১৩	৯১৫,৯১৮	২২৮,৯৮০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 417 - 425
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭৩০-৫৫-এর মধ্যে ডাচ ও ইংরেজ কোম্পানির প্রতি পাঁচ বছরের মোট রপ্তানি এবং বার্ষিক গড় বস্ত্র রপ্তানি[২৩]

বছর	ডাচদের রপ্তানি		ইংরেজ	
	মোট সংখ্যা	বার্ষিক গড়	মোট সংখ্যা	বার্ষিক গড়
১৭৩০/৩১—১৭৩৪/৩৫	৮৩৫,৩৫৭	১৬৭,০৭১	৩,০২৬,১৫৪	৬০৫,২৩১
১৭৪০/৪১—১৭৪৪/৪৫	১,০২১,৮৯৯	২০৪,৩৮০	৩,০২৬,৪০৫	৬০৫,২৮১
১৭৫০/৫১—১৭৫৪/৫৫	১,৩৪২,৭৮৯	২৬৮,৫৫৮	১,৯৫১,৯৫২	৩৯০,৩৯০

পাঁচ বছরের গড়, গড় রপ্তানি ও ডাচ রপ্তানির ইউরোপ ও এশিয়ার রপ্তানি % ১৭৩০-১৭৫৫[২৪]

বৎসর	১ মোট ইউরোপ	২ গড় ইউরোপ	৩ ইউরোপ %	৪ মোট ইউরোপ ও এশিয়া	৫ গড় ইউরোপ + এশিয়া		৬ এশিয়া %
১৭৩০/৩১—১৭৩৪/৩৫	১০,১০৩,৩০০	২,০২০,৪৬০	৫৮ %	১৭,৪৪৭,৮৩৮	৩,৪৮৯,৫৬৭		৪২ %
১৭৪০/৪১—১৭৪৪/৪৫	১১,৯৫২,৭৯২	২,৩৯০,৫৫৮	৬৯ %	১৭,৩৭৮,৮৪৯	৩,৪৭৫,৭৭০		৩১ %
১৭৫০/৫১—১৭৫৪/৫৫	১৭,০৮৬,৫৩২	৩,৪১৭,৩০৬	৭৬ %	২২,৪০০,৫২১	৪,৪৮০,১০৪		২৪ %

সপ্তদশ শতকে এশীয় বাণিজ্যের অভিমুখ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বদলে পশ্চিম এশিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে সপ্তদশ শতকে ডাচরা মশলার বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ডাচরা ১৬৪১ সালে মালাক্কা এবং ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ম্যাকাসার দখল করায় দেশীয় বাণিজ্য প্রভাবিত হয়। তবে ভারতীয় সওদাগররা (করমণ্ডল, গুজরাট, বাংলা) তখন আচ বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে থাকে। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী গুজরাটি সওদাগররা লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর অঞ্চলে ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে কলকাতার স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আধিপত্য লক্ষিত হয়। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা পারস্য উপসাগরে গম্বরুন ও বসরা, লোহিত সাগরে মোখা ও জেড্ডার সঙ্গে বাণিজ্য করতে থাকে। বাংলা থেকে তারা কাপড়, কাঁচা রেশম ও চিনি রপ্তানি করত এবং আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল মূলত সোনা-রুপা, এছাড়াও তামা, গোলাপজল, সুরা, খেঁজুর এবং ঘোড়া। পরবর্তীকালে ইংরেজ বণিকরা চিনের সঙ্গে আফিম রপ্তানি করেও প্রচুর মুনাফা করেছিল যা তারা উপসাগরীয় বাণিজ্যে কাজে লাগায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজদের ব্যবসা মূলত মাদ্রাজ থেকে পরিচালিত হলেও পরবর্তীকালে তা কলকাতা এবং মুম্বাইয়ে পরিবর্তিত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 417 - 425
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের পাশাপাশি দেশীয় বণিকদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। দেশীয় বণিকদের ব্যবসার ব্যাপকতা বোঝাতে এখানে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে —

১৭৪৯-১৭৫৮ সময়ে এশীয় ও ইউরোপীয় রেশম রপ্তানির গড় পরিমাণ ও মূল্য[২৫]

বছর	এশীয় রপ্তানি		ইউরোপীয় রপ্তানি	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১৭৪৯-৫৩	১.৫ মি.	৫.৫ মি.	—	—
১৭৪৯-৫৮	—	—	০.২৬ মি.	০.৯৮ মি.
১৭৫৪-৫৮	১.১ মি.	৪.১ মি.	—	—

পাঁচ বছরের মোট রপ্তানি ও বার্ষিক গড়, রেশম বস্ত্র রপ্তানি[২৬]
এশীয় বণিক ও ইউরোপীয় কোম্পানি (১৭৫০-১৭৫১ থেকে ১৭৫৪-১৭৫৫)

বছর	এশীয় বণিক (খণ্ড)	ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি		
		ডাচ (খণ্ড)	ইংরেজ (খণ্ড)	মোট (খণ্ড) (ইউরোপীয়দের)
১৭৫০/৫১	১,২৪,৬৭৫	১২,৮৯০	১২,৭৬০	২৫,৬৫০
১৭৫১/৫২	৯২,৪৭৫	৩৯,৬২৮	২০,০৪১	৫৯,৬৬৯
১৭৫২/৫৩	৮৯,৯৭৮	২৭,৭৭৭	৩২,৬১৫	৬০,৩৯২
১৭৫৩/৫৪	৭৪,৯৭৮	২৯,০২৯	২৪,৬৬৩	৫৩,৬৯২
১৭৫৪/৫৫	৭৫,০৬২	৪০,৮৮৩	৩৪,১৬০	৭৫,০৪৩
মোট	৪,৫৭,১৬৮	১,৫০,২০৭	১,২৪,২৩৯	২,৭৪,৪৪৬
গড়	৯১,৪৩৪	৩০,০৪১	২৪,৮৪৮	৫৪,৮৮৯

সপ্তদশ শতকে সুরাটের ভীরজি ভোরা, মোল্লা আব্দুল গফুর, মাদ্রাজের কাসা ভেরোনা এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় জগৎ শেঠ, খোজা ওয়াজিদ প্রমুখ ব্যবসায়ীরা এশীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত। অষ্টাদশ শতকে যে পরিমাণ ইউরোপে রপ্তানি হত তার বেশিরভাগটাই ছিল সস্তার কাপড়। এই শতকের প্রথমদিকে ডাচ কোম্পানি বাতাভিয়াতে যে পরিমাণ কাপড় রপ্তানি করত তারা আশি থেকে নব্বই ভাগ ছিল সস্তা, মোটা কাপড়। জাপানে যে পরিমাণ কাপড় রপ্তানি হতো তার আশি ভাগই ছিল সস্তা সিল্কের কাপড়।[২৭] অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে লোহিত সাগর অঞ্চল থেকে সুরাটে প্রচুর সোনা-রুপা আমদানি হত যার আনুমানিক মূল্য ৬০ লক্ষ টাকা। সুরাটে তখন একশোটির মতো বাণিজ্যতরী ছিল, যার মধ্যে মোল্লা আব্দুল গফুরের বাণিজ্য তরীর সংখ্যা সতেরোটি। সুরাটের মোট বাণিজ্যের নিরিখে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল আট ভাগের এক ভাগ। তবে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটি বাণিজ্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে কমে গিয়েছিল, তবে বাংলার বাণিজ্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে ইউরোপীয়দের উপস্থিতি ছিল নেহাতই প্রান্তিক, দেশীয় বণিকরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 417 - 425
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারত মহাসাগরে নৌবাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় বণিকদের প্রতিনিধিত্ব আলোচনাকালে একথা স্পষ্ট যে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য অপেক্ষা দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। তবে ১৬০০ থেকে ১৮০০ শতকের মধ্যে ভারত মহাসাগরে পরিচালিত নৌবাণিজ্যকে কখনো পোর্তুগিজ, কখনো ডাচ-ইংরেজেরা কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করলেও বিস্তৃত সময়কালের প্রেক্ষাপটে দেশীয় বণিকদের প্রতিনিধিত্বই ছিল প্রধান। অশীন দাশগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের এই নৌবাণিজ্য ইতিহাস পাঠককে ইউরোপকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনার দিক থেকে দেশীয় বাণিজ্য ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাবে।

Reference:

১, চৌধুরী, সুশীল, ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য ১৬০০-১৮০০, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৪
২, তদেব, পৃ. ৪
৩, https://www.britannica.com/biography/Vasco-da-Gama accessed on 14th March, 2024
৪, চৌধুরী, সুশীল, সমুদ্র বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ৫৭
৫, তদেব, পৃ. ৫৭
৬, https://www.britannica.com/biography/Manuel-I accessed on 14th March, 2024
৭, দাশগুপ্ত, উমা(সম্পা.), অশীন দাশগুপ্ত প্রবন্ধ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ৩৭৬
৮, https://www.worldhistory.org/Estado_da_India/ accessed on 14th March, 2024
৯, https://www.britannica.com/biography/Francisco-de-Almeida accessed on 14th March, 2024
১০, https://www.britannica.com/biography/Afonso-de-Albuquerque accessed on 14th March, 2024
১১, Subrahmanyam, Sanjay, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700, A Political and Economical History, Willey Blackwell, Second Edition,2012, p. 68-73
১২, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Casa_da_%C3%8Dndia accessed on 14th March, 2024
১৩, Subrahmanyam, Sanjay, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700, A Political and Economical History, p. 60
১৪, দাশগুপ্ত, উমা(সম্পা.), অশীন দাশগুপ্ত প্রবন্ধ সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮
১৫, Pearson, M.N., Portuguese in India, Cambridge University press, 2008, p. 41-42 (১ ক্রুজাডোস = ১.৪ স্প্যানিস রিয়াল বা ডলারের সমান)
১৬, চৌধুরী, সুশীল, নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩৬-৫৩
১৭, Van, Leur, J.C., Indonesian Trade and Society, 1955, p.123
১৮, Steensgaard, Niels, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century, Chicago,1974, p. 30
১৯, Habib, Irfan, Reading Ashin Dasgupta, (India and the Indian Ocean world ocean- Ashin Das Gupta). Oxford University press, 2004, p. xxiv
২০, চৌধুরী, সুশীল, পলাশির অজানা কাহিনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, 2013, পৃ. ৩০

২১, Choudhury, Sushil, Form Prosperity to Decline Eighteenth Century Bengal, Manohar, Delhi, 1995, p.196-197
২২, চৌধুরী, সুশীল, সমৃদ্ধি থেকে অবক্ষয়, (অনু. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়) আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ২০২৩, পৃ. ১৬৭
২৩, তদেব, পৃ. ১৭৪
২৪. তদেব, পৃ. ৪০
২৫. তদেব, পৃ. ২২৯
২৬. চৌধুরী, সুশীল, পৃথিবীর তাঁতঘর বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম সংস্করণ, ২০১৪. পৃ. ৭৩-৭৪, ১২২
২৭, চৌধুরী, সুশীল, সমুদ্র বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

Bibliography:

চৌধুরী, সুশীল, নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩
চৌধুরী, সুশীল, পলাশির অজানা কাহিনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩
চৌধুরী, সুশীল, পৃথিবীর তাঁতঘর বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪
চৌধুরী, সুশীল, ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য ১৬০০-১৮০০, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, প্রথম প্রকাশ,
২০১৩
চৌধুরী, সুশীল, সমুদ্র বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭
চৌধুরী, সুশীল, সমৃদ্ধি থেকে অবক্ষয়, (অনু. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়) আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ২০২৩
দাশগুপ্ত, উমা(সম্পা.), অশীন দাশগুপ্ত প্রবন্ধ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৮
রায়, তীর্থঙ্কর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৪
Choudhury, Sushil, Form Prosperity to Decline Eighteenth Century Bengal, Manohar, Delhi, 1995
Habib, Irfan, Reading Ashin Dasgupta, (India and the Indian Ocean world ocean- Ashin Das Gupta), Oxford University press, 2004
Pearson, M.N., Portuguese in India, Cambridge University press, 2008
Steensgaard, Niels, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century, Chicago,1974
Subrahmanyam, Sanjay, The Portuguese Empire in Asia 1500-1700, A Political and Economical History, Willey Blackwell, Second Edition,2012
Van, Leur, J.C., Indonesian Trade and Society, 1955
https://wikipedia.org
https://www.britannica.com
https://www.worldhistory.org